বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২১৯-২৩২
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে রংপুর বিভাগের অনগ্রসরতা: উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক*

সারমর্ম *বেকারত্ব বাংলাদেশের একটি স্থায়ী সমস্যা। এ দেশের বিপুল জনশক্তিকে বেকারত্ব এবং নিম্ন আয়ের সমস্যা থেকে মুক্ত করার প্রধান বিকল্প হতে পারে বৈদেশিক নিয়োগ। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস এবং আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রংপুর অঞ্চল, বিশেষ করে রংপুর বিভাগের জেলাসমূহ তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রবাসী বান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ, সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং কর্মপ্রচেষ্টার সুফল বেকারত্ব হ্রাস এবং আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কিন্তু, বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আঞ্চলিক অসমতা বা ভারসাম্যহীনতার সমস্যাটি রয়ে গেছে। রংপুর অঞ্চলে প্রবাসীর সংখ্যা কম হওয়ায় বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আঞ্চলিক অসমতা বা ভারসাম্যহীনতা লক্ষ করা যায়। রংপুর বিভাগের ০৮ জেলার মোট জনসংখ্যার ০.৮৬% বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত। পক্ষান্তরে, চট্টগ্রাম বিভাগের ০৮ জেলার মোট জনসংখ্যার ১১.৩১% বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত। রংপুর বিভাগে গড়ে প্রতি বর্গ কি.মি. ০৮ জন বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত, কিন্তু চট্টগ্রাম বিভাগের আলোচ্য জেলাসমূহে এই সংখ্যা ১৬৫ জন যা রংপুর বিভাগের তুলনায় ২০ গুণ বেশি। চট্টগ্রাম বিভাগের জনসাধারণ নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। এ অঞ্চলের মানুষ জীবন-জীবিকার প্রশ্নে সংগ্রামী, বহির্মুখী এবং কষ্টসহিষ্ণু। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং অগ্রজ অভিবাসীদের দ্বারা নানাভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা বৈদেশিক নিয়োগলাভে অগ্রসর হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অগ্রগামী হওয়ার পেছনে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পুল এবং পুশ উভয় প্রভাবের ভূমিকা লক্ষণীয়। পক্ষান্তরে, রংপুর অঞ্চলের বেশির ভাগ জনসাধারণ অধিক হারে কৃষিনির্ভর। তারা অর্থনৈতিক জীবনের উত্থান-পতনের সাথে তেমন পরিচিত নয়। তারা স্বল্প আয়-উপার্জনের মাধ্যমে সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। ফলে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্য বহির্মুখী হওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ বা বিদেশে গিয়ে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের প্রয়াসে অগ্রগামী অথবা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে তারা উচ্চাভিলাষী হতে পারেনি। এই অঞ্চলের অল্পসংখ্যক মানুষ বিদেশে অবস্থান করার ফলে নিজেদের মধ্যে কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট*

* সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি, উপসচিব (প্রেষণে) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর; ফোন: ০১৭৩২৩৯৪৯৯৫, ই-মেইল:abr_razzaque@yahoo.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু-দর্শন ও মানব উন্নয়ন" শীর্ষক দিনাজপুর আঞ্চলিক সেমিনার-২০১৯-এ পঠিত, ২১ ডিসেম্বর ২০১৯।

তথ্যের আদান-প্রদান সীমিত, বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থান সম্পর্কে স্থানীয়দের জানাশোনা কম এবং বেকারদের জন্য বৈদেশিক নিয়োগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস তেমন জোরালো নয়। আবার, রংপুর অঞ্চলে প্রবাসী সংখ্যা কম হওয়ায় প্রদর্শন প্রভাব অপেক্ষাকৃত দুর্বল। পুল প্রভাবের ভূমিকা সামান্য এবং পুশ প্রভাব প্রায় অনুপস্থিত। আঞ্চলিক উন্নয়ন বৈষম্য রংপুর অঞ্চলের জনসাধারণের বৈদেশিক কর্মসংস্থানে পিছিয়ে পড়ার একটি কারণ। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক বাজারের ব্যাপ্তি অনুসন্ধান ও নতুন কর্মক্ষেত্রের তথ্য উন্মোচন করা প্রয়োজন। আঞ্চলিক উন্নয়নে অগ্রগতি ও ভারসাম্য অর্জনের জন্য রংপুর বিভাগের কর্মক্ষম জনশক্তির বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগের অবাধ প্রবাহ, কর্মী প্রেরণে রিক্রুটিং এজেন্সির অবৈধ হস্তক্ষেপ বন্ধ, স্থানীয় পর্যায়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করা এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করার মাধ্যমে জনসচেতনতা, প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তন, সামাজিক ব্যয়ের কথা বিবেচনায় নিয়ে জনশক্তি রপ্তানির লক্ষে উদ্ভাবনী কর্মকৌশল গ্রহণ করতে হবে। সরকারি উদ্যোগে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন, যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রংপুর অঞ্চলের মানবসম্পদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। অদক্ষ, অর্ধদক্ষ জনশক্তি বিদেশে রপ্তানির পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। জনশক্তি রপ্তানি বাড়িয়ে বাংলাদেশের জনসম্পদকে উন্নয়নের মূল শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

মূল শব্দ *প্রকট বেকারত্ব, বিদেশ, কর্মসংস্থান, রেমিটেন্স, দক্ষ জনশক্তি, অনীহা, অনগ্রসরতা, নদীভাঙন, লবণাক্ততা, রংপুর অঞ্চলের অনগ্রসরতা*

১. ভূমিকা

প্রকট বেকারত্ব বাংলাদেশের একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। দেশেশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বেকার। বাস্তবতা এমন যে, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ অনেকে তাদের যোগ্যতার মানদণ্ডে কাজ খুঁজে পেতে সক্ষম হন না। আবার, প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মক্ষম জনগণ বিদ্যমান বেকার জনশক্তির সাথে যুক্ত হচ্ছেন। অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজার সীমিত হওয়ায় বেকার সমস্যার সমাধান করা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ দেশের বিপুল জনশক্তিকে বেকারত্ব এবং নিম্ন আয়ের সমস্যা থেকে মুক্ত করার প্রধান বিকল্প হতে পারে বৈদেশিক নিয়োগ। কিন্তু, এক্ষেত্রে প্রয়োজন যথাযথ উদ্যোগ এবং বহুমুখী প্রচেষ্টা। বাংলাদেশি নাগরিকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য বহির্বিশ্বে শ্রমশক্তির চাহিদার গতিপ্রকৃতি ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে যেমন গভীর অনুসন্ধান ও উপলব্ধি প্রয়োজন, তেমনি এর উপযোগিতা অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান অবস্থায় বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বেশকিছু অঞ্চল অপেক্ষাকৃত অগ্রসর এবং এই অগ্রসর অঞ্চলের প্রবাসীগণ জাতীয় অর্থনীতিতে বহুমাত্রিক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস এবং আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রংপুর অঞ্চল, বিশেষ করে রংপুর বিভাগের জেলাসমূহ তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর। এরূপ অনগ্রসরতার প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে জানা এবং কীভাবে এই সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব সে বিষয়ে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করা এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

২. বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স

প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্জিত সুফল এ দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ধারাকে সচল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ১৯৭৬ হতে ২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত দেশের ১,২১,৯৯,১২৪ জন পুরুষ এবং মহিলা কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। বর্তমানে ১৬৮টি দেশে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি হচ্ছে। ২০১৮ খ্রি. বিদেশগামী কর্মীর সংখ্যা ৭,৩৪,১৮১ জন এবং তাদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ১৫,৫৪৪.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশি টাকায় ১,৩০,২৯৩.৬১ কোটির সমান।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং রেমিটেন্স (১৯৭৬-২০১৮)
সারণি-১

বছর	মোট কর্মসংস্থান	কর্মসংস্থানের গড় (বার্ষিক) প্রবৃদ্ধি হার	রেমিটেন্স (কোটি টাকায়)	রেমিট্যান্সের গড় (বার্ষিক) প্রবৃদ্ধি
১৯৭৬	৬০৮৭	-	৩৫.৮৫	-
১৯৮০	৩০০৭৩	৯৯	৪৯২.৯৫	৩১৯
১৯৮৫	৭৭৬৯৪	৩২	১,৪১৯.৬১	৩৮
১৯৯০	১০৩৮১৪	৭	২,৬৯১.৬৩	১৮
১৯৯৫	১৮৭৫৪৩	১৬	৪,৮৩৮.৩১	১৬
২০০০	২২২৬৮৬	৪	১০,১৯৯.১২	২২
২০০৫	২৫২৭০২	৩	২৭,৩০৪.৩৪	৩৪
২০১০	৩৯০৭০২	১১	৭৬,৬৩৯.৯৭	৩৬
২০১৫	৫৫৫৮৮১	৮	১১৯,৩৬৩.৬২	১১
২০১৮	৭৩৪১৮১	১১	১৩০,২৯৩.৬১	৩

উৎস: bmet.gov.bd (old.bmet.gov.bd/BMET/viewStatReport.action?reportnumber=20)

উদ্বৃত্ত জনশক্তির প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজতর হবে। নিচে সারণি-১ এ ১৯৭৬ থেকে ২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বিপরীতে অর্জিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো।

১৯৭৬ খ্রি. ৬০৮৭ জনের অর্জিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৩৫.৮৫ কোটি টাকা ছিল। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সময়কালে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি বজায় থাকলেও রেমিটেন্স প্রবাহের গতি নিম্নমুখী ছিল। ১৯৯৫ খ্রি. কর্মসংস্থানের পরিমাণ ১,৮৭,৫৪৩ জন এবং অর্জিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৪,৮৩৮.৩১ কোটি টাকা হয়। ২০১৫ খ্রি. কর্মসংস্থানের পরিমাণ ৫,৫৫,৮৮১ জন এবং অর্জিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৯,৩৬৩.৬২ কোটি টাকা হয়েছে।

৩. বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রবাসীবান্ধব কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ এর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর মুক্ত স্বদেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের অন্যতম পদক্ষেপ হিসাবে ১৯৭২ খ্রি. ২০ জানুয়ারি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার প্রদান করে সরকার

২০০১ খ্রি. ২০ ডিসেম্বর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গঠন করে। বাংলাদেশের বাইরে বহির্বিশ্বে কর্মী প্রেরণ এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে কয়েকটি দপ্তর/সংস্থা যেমন—বিএমইটি, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বোয়েসেল, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক বিদেশে কর্মী প্রেরণ ও তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সেবা প্রদান করছে। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, গুণগত মান উন্নয়ন, উৎকর্ষসাধন ও যুগোপযোগী শিক্ষার সাথে পরিচিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৮ খ্রি. ৭০টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে মোট ৬,৮১,৭৮৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জাপানিজ, কোরিয়ান, আরবি, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার কোর্স চালু রয়েছে। এ ছাড়া, বিদেশে নারী অভিবাসীদের জন্য নিরাপদ কর্মসংস্থান এবং নারী অভিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নারী কর্মীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস চলমান রয়েছে।

প্রবাসীদের জন্য নীতিমালা ও আইন প্রণীত হয়েছে এবং বিদেশে ৩০টি শ্রমকল্যাণ উইং স্থাপন করা হয়েছে। স্বল্প সময়ে সহজ শর্তে অভিবাসন ও পুনর্বাসন ঋণ প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে প্রবাসী কল্যাণ শাখা বা ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল উদ্যোগ এবং কর্মপ্রচেষ্টার সুফল বেকারত্ব হ্রাস এবং আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কিন্তু, বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আঞ্চলিক অসমতা বা ভারসাম্যহীনতার সমস্যাটি রয়ে গেছে। এই সমস্যার প্রকৃতি ও মাত্রা অনুধাবন করা যেমন প্রয়োজন, এই অবস্থা থেকে মুক্তি বা উত্তোরণের উপায় অনুসন্ধান করা তেমন জরুরি।

৪. বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আঞ্চলিক অসমতা বা ভারসাম্যহীনতার প্রকৃতি

আলোচনার সুবিধার্থে রংপুর বিভাগের জেলাসমূহের সাথে অগ্রসর অঞ্চল হিসাবে চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলার ২০০৫-২০১৮ সাল পর্যন্ত বেদেশিক কর্মসংস্থানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক পর্যায়ে উন্নয়নে অনগ্রসর হওয়ায় রংপুর অঞ্চল বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও অনগ্রসর রয়ে গেছে। রংপুর অঞ্চলে কৃষিকাজের সাথে নিয়োজিত জনসংখ্যা বেশি। যেখানে অভ্যন্তরীণ নিয়োগ প্রাপ্তির সুযোগ কম হলেও ছদ্ম বেকারত্বের হার বা খণ্ডকালীন কাজের সুযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকায় কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশগামী হওয়ার ঝুঁকি গ্রহণের মতো মানুষের সংখ্যা কম এবং বৈদেশিক নিয়োগ লাভের জন্য বহির্মুখী হওয়ার প্রবণতা কম। ফলে প্রবাসীর সংখ্যা কম হওয়ায় বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আঞ্চলিক অসমতা বা ভারসাম্যহীনতা লক্ষ করা যায়। নিচে সারণি ২ এর মাধ্যমে রংপুর বিভাগের জেলা ভিত্তিক আয়তন, জনসংখ্যা ও প্রবাসীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

রংপুর বিভাগে পঞ্চগড় জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রবাসীর সংখ্যা ৪ জন যা অন্যান্য জেলার তুলনায় সর্বনিম্ন এবং গাইবান্ধা জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রবাসীর সংখ্যা ১৭ জন যা অন্যান্য জেলার তুলনায় সর্বোচ্চ। দিনাজপুর জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রবাসীর সংখ্যা ৬ জন এবং রংপুর জেলায় ১২ জন।

রংপুর বিভাগের জেলা ভিত্তিক আয়তন, জনসংখ্যা এবং প্রবাসীর সংখ্যা
সারণি-২

জেলার নাম	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	জনসংখ্যা	প্রবাসীর সংখ্যা (২০০৫-২০১৮)	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বগ কি.মি.)	জনসংখ্যা অনুযায়ী প্রবাসীর হার (প্রতি হাজারে)	প্রবাসীর সংখ্যা (প্রতি বর্গ কি.মি.)
রংপুর	২৪০০.৫৬	২৯৯৬৩৩৩	২৮২৩৯	১২৪৮	৯	১২
গাইবান্ধা	২১১৪.৭৭	২৪৭১৬৭৯	৩৫৫৭১	১১৬৯	১৪	১৭
কুড়িগ্রাম	২২৪৫.০৪	২১৫০৯৭৩	১৮৬৭৭	৯৫৮	৯	৮
লালমনিরহাট	১২৪৭.৩৭	১৩০৫২৪৮	৬৬১৩	১০৪৬	৫	৫
নীলফামারী	১৫৪৬.৫৯	১৯০৭৪৯৬	১৩৯৫৫	১২৩৩	৭	৯
দিনাজপুর	৩৪৪৪.৩০	৩১০৯৬২৮	২২০৫১	৯০৩	৭	৬
ঠাকুরগাঁও	১৭৮১.৭৪	১৪৪৪৭৮২	১১৪৩৮	৮১১	৮	৬
পঞ্চগড়	১৪০৪.৬৩	১০২৬১৩৯	৪৯৩১	৭৩১	৫	৪

উৎস: bbs.gov.bd (http://bbs.gov.bd/site/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78-892733bc06eb/-), (http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/stattisticalDataAction#)

নিচে সারণি ৩ এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলার জেলাভিত্তিক আয়তন, জনসংখ্যা ও প্রবাসীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রবাসীর সংখ্যা ৪০ জন যা অন্যান্য জেলার তুলনায় সর্বনিম্ন এবং কুমিল্লা জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রবাসীর সংখ্যা ২৭৮ জন যা অন্যান্য জেলার তুলনায় সর্বোচ্চ। চট্টগ্রাম জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রবাসীর সংখ্যা ১২৯ জন।

চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাভিত্তিক আয়তন, জনসংখ্যা এবং প্রবাসীর সংখ্যা
সারণি-৩

জেলার নাম	আয়তন	জনসংখ্যা	প্রবাসীর সংখ্যা (২০০৫-২০১৮)	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)	জনসংখ্যা অনুযায়ী প্রবাসীর হার (প্রতি হাজারে)	প্রবাসীর সংখ্যা (প্রতি বর্গ কি.মি.)
কক্সবাজার	২৪৯১.৮৫	২৩৮১৮১৪	৯৮৮২৬	৯৫৬	৪১	৪০
কুমিল্লা	৩১৪৬.৩০	৫৬০২৬২৪	৮৭৩৪৩৮	১৭৮১	১৫৬	২৭৮
চট্টগ্রাম	৫২৮২.৯২	৭৯১৩৩৬৫	৬৮০৬৬১	১৪৯৮	৮৬	১২৯
চাঁদপুর	১৬৪৫.৩২	২৫১৩৮৩৭	৩৩২৯৩৬	১৫২৮	১৩২	২০২
নোয়াখালী	৩৬৮৫.৮৭	৩২৩১৮৩১	৩১৮৩২১	৮৭৭	৯৮	৮৬
ফেনী	৯৯০.৩৬	১৪৯৬১৩৮	২১২৫২৪	১৫১১	১৪২	২১৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৮৮১.২০	২৯৫৩২০৭	৪৩৮১২৬	১৫৭০	১৪৮	২৩৩
লক্ষ্মীপুর	১৪৪০.৩৯	১৭৯৭৭৬০	১৯৯৭২২	১২৪৮	১১১	১৩৯

উৎস: bbs.gov.bd (http://bbs.gov.bd/site/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78892733bc06eb/), (http://www.old.bmet.gov.bd/ BMET/stattisticalDataAction#)

নিচে চার্ট-১ এ বৈদেশিক কর্মসংস্থানে রংপুর এবং চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাসমূহের তুলনামূলক অবস্থান দেখানো হলো।

ডান পাশে চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলার (প্রতি বর্গকিলোমিটারে) প্রবাসীর সংখ্যা এবং বাম পাশে রংপুর বিভাগের জেলাসমূহের (প্রতি বর্গকিলোমিটারে) প্রবাসীর সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে। রংপুর বিভাগের সকল জেলায় (প্রতি বর্গকিলোমিটারে) প্রবাসীর সংখ্যা ২০ জনের নিম্নে। পক্ষান্তরে, চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জেলায় (প্রতি বর্গকিলোমিটারে) প্রবাসীর সংখ্যা ১২০ জনের উর্ধ্বে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে রংপুর এবং চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাসমূহের তুলনামূলক অবস্থান

চার্ট-০১

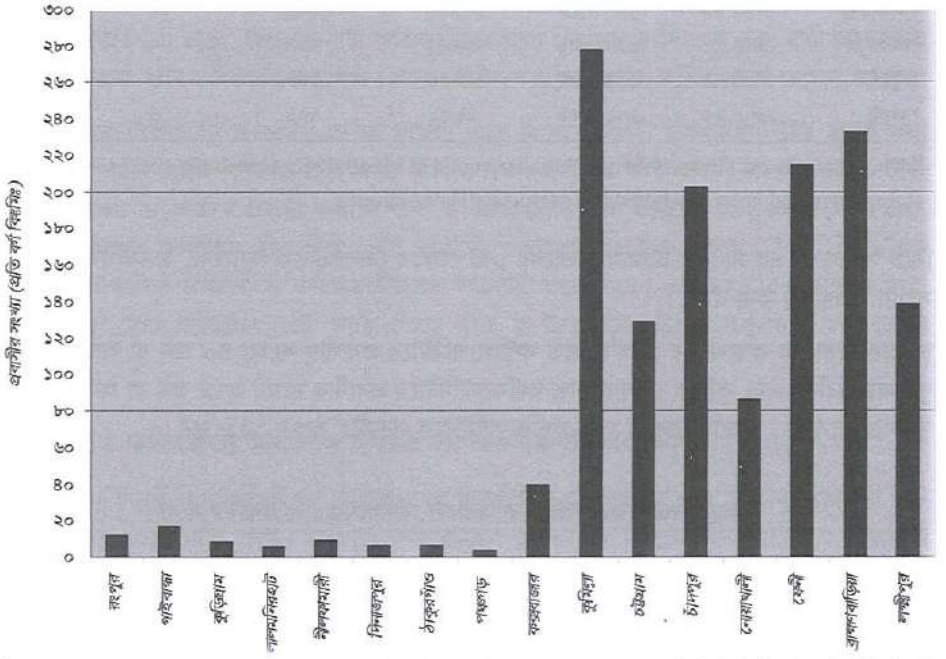

উৎস: bbs.gov.bd (http://bbs.gov.bd/site/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78-892733bc06eb/-), (http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/stattisticalDataAction#)

রংপুর বিভাগের ০৮ জেলার মোট জনসংখ্যার ০.৮৬% বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত। পক্ষান্তরে, চট্টগ্রাম বিভাগের ০৮ জেলার মোট জনসংখ্যার ১১.৩১% বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত যা রংপুর বিভাগের তুলনায় ১৩ গুণ বেশি। রংপুর বিভাগে গড়ে প্রতি বর্গ কি.মি. ০৮ জন বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত, কিন্তু, চট্টগ্রাম বিভাগের আলোচ্য জেলাসমূহে এই সংখ্যা ১৬৫ জন যা রংপুর বিভাগের তুলনায় ২০ গুণ বেশি। মোট পরিমাণের দিক থেকে রংপুর বিভাগের জনগণ বাংলাদেশের অন্য সকল বিভাগের চেয়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অনগ্রসর (পরিশিষ্ট-১)।

রংপুর বিভাগের জেলাসমূহের তুলনায় চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলার প্রবাসীর সংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু, রংপুর বিভাগের জেলাসমূহে মহিলা প্রবাসীর হার চট্টগ্রাম বিভাগের তুলনায় বেশি। সারণি-৪ এ রংপুর বিভাগের জেলা ভিত্তিক মহিলা ও পুরুষ প্রবাসীর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

রংপুর বিভাগ

জেলাভিত্তিক মহিলা ও পুরুষ প্রবাসীর সংখ্যা

সারণি-৪

জেলার নাম	প্রবাসীর সংখ্যা	পুরুষ	পুরুষ (%)	মহিলা	মহিলা (%)	মন্তব্য
রংপুর	২৮২২৯	২৪৯১৮	৮৮	৩৩১১	১২	
গাইবান্ধা	৩৫৫৫০	৩১৮১৫	৮৯	৩৭৩৫	১১	
কুড়িগ্রাম	১৮৬৬৮	১৭০১০	৯১	১৬৫৮	৯	
লালমনিরহাট	৬৬১২	৫৩৭৩	৮১	১২৩৯	১৯	
নীলফামারী	১৩৯৫২	১১২৭৮	৮১	২৬৭৪	১৯	
দিনাজপুর	২২০৪২	১৭৮৭৫	৮১	৪১৬৭	১৯	
ঠাকুরগাঁও	১১৪৩১	৯৩৬৯	৮২	২০৬২	১৮	
পঞ্চগড়	৪৯৩০	৩৯১৫	৭৯	১০১৫	২১	

উৎস: bmet.gov.bd (http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/stattisticalDataAction#)

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলাভিত্তিক মহিলা ও পুরুষ প্রবাসীর সংখ্যা

সারণি-৫

জেলার নাম	প্রবাসীর সংখ্যা	পুরুষ	পুরুষ (%)	মহিলা	মহিলা (%)	মন্তব্য
কক্সবাজার	৯৮৮২২	৯৫২৫৭	৯৬	৩৫৬৫	৪	
কুমিল্লা	৮৭৩৩৩০	৮৪৮৬৫২	৯৭	২৪৬৭৮	৩	
চট্টগ্রাম	৬৮০৬৪৮	৬৭২৭৭৪	৯৯	৭৮৭৪	১	
চাঁদপুর	৩৩২৯০৬	৩২২৫১৪	৯৭	১০৩৯২	৩	
নোয়াখালী	৩১৮৩০২	৩১২১৫০	৯৮	৬১৫২	২	
ফেনী	২১২৫২৩	২১০৫৮৭	৯৯	১৯৩৬	১	
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৪৩৮১২১	৪০৬৯১০	৯৩	৩১২১১	৭	
লক্ষ্মীপুর	১৯৯৭০৮	১৯৫৪৪৫	৯৮	৪২৬৩	২	

উৎস: bmet.gov.bd (http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/stattisticalDataAction#)

রংপুর বিভাগের লালমনিরহাট, নীলফামারী ও দিনাজপুরে পুরুষ ও মহিলা প্রবাসীর হার যথাক্রম ৮১% এবং ১৯%। কুড়িগ্রামে মহিলা প্রবাসীর সংখ্যা ৯% যা সর্বনিম্ন এবং পঞ্চগড় জেলায় মহিলা প্রবাসীর সংখ্যা ২১% যা তুলনামূলকভাবে সর্বোচ্চ। নিচের সারণি-৫ এ চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলার মহিলা ও পুরুষ প্রবাসীর হার উল্লেখ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম ও ফেনীতে মহিলা প্রবাসীর হার যথাক্রমে ১% যা সর্বনিম্ন এবং নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরে ২%। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় মহিলা প্রবাসীর হার ৭%, যা চট্টগ্রাম বিভাগে তুলনামূলকভাবে সর্বোচ্চ।

এখানে উল্লেখ্য যে, বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অগ্রসর অঞ্চলে মহিলা প্রবাসীর হার কম। কারণ আর্থিকভাবে স্বনির্ভর পুরুষ প্রবাসীরা স্বচ্ছলতার সাথে পরিবারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম। তারা তাদের পরিবারের নারী সদস্য বা স্ত্রীদের বিদেশ যাওয়ার বিষয়ে অনাগ্রহী। পারিবারিক রক্ষণশীলতা, ধর্মীয় অনুভূতি, সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ববোধের কারণে এ অঞ্চলের নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার প্রবণতা কম। পক্ষান্তরে, রংপুর অঞ্চলে প্রবাসী মহিলা কর্মীর হার বেশি। কারণ, যে পরিবারে পুরুষ সদস্য পর্যাপ্ত আয় করেন না, সংসারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করার মতো আর্থিক সঙ্গতি থাকে না, সেক্ষেত্রে মহিলা সদস্য বাধ্য হয়ে সংসারের হাল ধরতে এগিয়ে আসেন এবং কর্মসংস্থানে বিদেশমুখী পর্যন্ত হন। পুরুষ সদস্যের বেকারত্ব অথবা নিষ্ক্রিয়তার কারণে পারিবারিক হতাশা, আর্থিক দৈন্য ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। অনেক সময়, দেশের অভ্যন্তরে উপযুক্ত কাজ না পেয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য মহিলারা বিদেশমুখী হন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করেন।

৫. বিভিন্ন বছরে রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাসমূহে বৈদেশিক কর্মসংস্থান

বিভিন্ন বছরে রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাসমূহে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের পরিমাণ নিচের সারণি-৬ ও ৭ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিভিন্ন বছরে রংপুর বিভাগে জেলাওয়ারি বৈদেশিক কর্মসংস্থান

সারণি-৬

জেলার নাম	আয়তন	২০০৫	২০১০	২০১৫	২০১৮
রংপুর	২৪০০.৫৬	৫৯৫	১০০৬	২৩৪৫	২৬৮৮
গাইবান্ধা	২১১৪.৭৭	৭৩৮	১০৮০	৩০১৫	৪৭৮৫
কুড়িগ্রাম	২২৪৫.০৪	২৮৬	৫৬৯	১৮০৬	২৫১১
লালমনিরহাট	১২৪৭.৩৭	৮৮	২৭৪	৫৯২	৬৮৯
নীলফামারী	১৫৪৬.৫৯	১৯৬	৬০৮	১৪০৯	১৫২৯
দিনাজপুর	৩৪৪৪.৩০	৩৭৭	৮৪৬	২১৫৪	২২১৫
ঠাকুরগাঁও	১৭৮১.৭৪	১৫৭	৪১২	১২৪৪	১৩৯৪
পঞ্চগড়	১৪০৪.৬৩	৬৫	২০৬	৫৪৫	৫৮১
মোট =	১৬১৮৫.০০	২৫০২	৫০০১	১৩১১০	১৬৩৯২

উৎস: bbs.gov.bd (http://bbs.gov.bd/site/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78-892733bc06eb/-), জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), ঢাকা, বাংলাদেশ।

রংপুর বিভাগে ২০০৫ খ্রি. মোট ২৫০২ জনের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। ২০১০ খ্রি. ৫০০১ জন, ২০১৫ খ্রি. ১৩১১০ জন এবং ২০১৮ খ্রি. ১৬৩৯২ জন বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করে। ২০০৫ থেকে ২০১৫ খ্রি. বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির গতি ক্রমবর্ধমান।

চট্টগ্রাম বিভাগে ২০০৫ খ্রি. মোট ৯৪৭৪০ জনের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। ২০১০ খ্রি. ১৭৭৩৭৮ জন, ২০১৫ খ্রি. ১৮১১২৩ জন এবং ২০১৮ খ্রি. ২২২২০৬ জন বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করে। ২০০৫ থেকে ২০১০ এবং ২০১০ থেকে ২০১৫ খ্রি. বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ঊর্ধ্বগতি লক্ষ করা যায়।

বিভিন্ন বছরে চট্টগ্রাম বিভাগে জেলাওয়ারি বৈদেশিক কর্মসংস্থান
সারণি-৭

জেলার নাম	আয়তন	২০০৫	২০১০	২০১৫	২০১৮
কক্সবাজার	২৪৯১.৮৯	১৪৪৭	৪৬০৩	৪৫৬৮	৮৯১৪
কুমিল্লা	৩১৪৬.৩০	২৭৩০৩	৪৬৩৪০	৫৪১০৯	৬২৫৬২
চট্টগ্রাম	৫২৮২.৯২	২১৫৩৮	৪৮৪৮৪	৩২৩৯৮	৩৫০৯৭
চাঁদপুর	১৬৪৫.৩২	১০২৭০	১৬৫৫২	২০২০৭	২৪২৫৯
নোয়াখালী	৩৬৮৫.৮৭	৮৩৫১	১৮২৩৩	১৭২২২	২১৭৭৪
ফনী	৯৯০.৩৬	৭০৫৮	১২২৫৭	১০৪৯৪	১৩৮৮৮
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৮৮১.২০	১৩৬৯২	১৯৮৬৬	৩০৬৫৮	৪০৩১৬
লক্ষ্মীপুর	১৪৪০.৩৯	৫০৮১	১১০৪৩	১১৪৬৭	১৫৩৯৬
মোট =	২০৫৬৪.২৫	৯৪৭৪০	১৭৭৩৭৮	১৮১১২৩	২২২২০৬

উৎস: bbs.gov.bd (http://bbs.gov.bd/site/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78-892733bc06eb/-), জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), ঢাকা, বাংলাদেশ।

বিভিন্ন বছরে তুলনামূলকভাবে চট্টগ্রাম ও রংপুর বিভাগের বৈদেশিক কর্মসংস্থান
সারণি-৮

বিভাগ	আয়তন	২০০৫	২০১০	২০১৫	২০১৮
চট্টগ্রাম (৮ জেলা)	২০৫৬৪.২৫	৯৪৭৪০	১৭৭৩৭৮	১৮১১২৩	২২২২০৬
রংপুর (৮ জেলা)	১৬১৮৫	২৫০২	৫০০১	১৩১১০	১৬৩৯২
	২১.৩০	৯৭.৩৬	৯৭.১৮	৯২.৭৬	৯২.৬২
	৭৮.৭০	২.৬৪	২.৮২	৭.২৪	৭.৩৮

উৎস: bbs.gov.bd (http://bbs.gov.bd/site/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78-892733bc06eb/-), জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), ঢাকা, বাংলাদেশ।

চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলার আয়তন রংপুর বিভাগের ৮টি জেলার চেয়ে ২১.৩০ % বেশি। কিন্তু, ২১.৩০% বেশি আয়তন বিশিষ্ট চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে ২০০৫ খ্রি. উভয় বিভাগের মোট ১০০% প্রবাসীর ৯৭.৩৫% বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানে গেলেও রংপুর বিভাগ থেকে গিয়েছে মাত্র ২.৬৪%। ২০১৫ খ্রি. উভয় বিভাগের মোট ১০০% প্রবাসীর ৯২.৭৬% চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানে গেলেও রংপুর বিভাগ থেকে গিয়েছে মাত্র ৭.২৪%। ফলে বিভিন্ন বছরে চট্টগ্রাম বিভাগের প্রবাসীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি এবং প্রায় একই গতিতে বেড়েছে। কিন্তু রংপুর বিভাগে বিভিন্ন বছরে প্রবাসীর সংখ্যা কম এবং বৃদ্ধির পরিমাণ তুলনামুলকভাবে কমই রয়ে গেছে।

৬. বৈদেশিক কর্মসংস্থানে রংপুর অঞ্চলের অনগ্রসরতা কারণ

চট্টগ্রাম বিভাগে তুলনামূলকভাবে অভিবাসীর সংখ্যা বেশি। এই বিভাগের কয়েকটি জেলা নদী তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। যেমন চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর মেঘনা তীরবর্তী অঞ্চলে আবার নোয়াখালীতে কিছু চরাঞ্চল এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় জনসাধারণ নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততাসহ

প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। এসকল অঞ্চলের মানুষ জীবন-জীবিকার প্রশ্নে সংগ্রামী এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতা তাদেরকে বহির্মুখী এবং কষ্টসহিষ্ণু করে তুলেছে। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার আশায় তারা দেশের বাহিরে বিদেশে গিয়ে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করে। এভাবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে তারা অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং অগ্রজ অভিবাসীদের দ্বারা নানাভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা বৈদেশিক নিয়োগ লাভে অগ্রসর হয়েছে। অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে—চট্টগ্রাম বিভাগের মতো অগ্রসর অঞ্চলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রদর্শন প্রভাবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার অধিবাসী পূর্ব থেকেই বিদেশমুখী হওয়ায় তাদের অনুসরণে কাজের খোঁজে কর্মক্ষম জনগণের বিদেশমুখী হওয়ার প্রবণতা বেশি। বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অগ্রগামী হওয়ার পেছনে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পুল এবং পুশ উভয় প্রভাবের ভূমিকা লক্ষণীয়।

পক্ষান্তরে, রংপুর অঞ্চলের বেশির ভাগ জনসাধারণ অধিক হারে কৃষিনির্ভর। তারা অর্থনৈতিক জীবনের উত্থান-পতনের সাথে তেমন পরিচিত নয়। তারা স্বল্প আয়-উপার্জনের মাধ্যমে সাধারণ জীবনযাপনে নিজেদের অভ্যস্ত রেখেছে। ফলে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্য বহির্মুখী হওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ বা দেশের বাহিরে বিদেশে গিয়ে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা অথবা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে তারা উচ্চাভিলাসী হতে পারেনি। এ অঞ্চলের অল্পসংখ্যক মানুষ বিদেশে অবস্থান করার ফলে নিজেদের মধ্যে কর্মসংস্থানসংশ্লিষ্ট তথ্যের আদান-প্রদান সীমিত, বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থান সম্পর্কে স্থানীয়দের জানাশোনা কম এবং বেকারদের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস তেমন জোরালো নয়। শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে কেউ কেউ বিদেশ যাওয়ার কথা চিন্তা করেন না। তথ্য ও সচেতনতার অভাবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্মতি না থাকায়, দেশে থেকে কিছু করার মানসিকতা ইত্যাদি কারণে কিংবা প্রতারিত হওয়ার ভয়ে এবং বিদেশ সম্পর্কে ভুল ধারণার কারণে রংপুর অঞ্চলের মানুষ বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অনগ্রসর রয়ে গেছে।।

৭. উত্তরণের উপায়

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য চাহিদা অনুযায়ী জনশক্তি রপ্তানির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার সাথে সাথে বৈদেশিক বাজারের ব্যাপ্তি অনুসন্ধান ও নতুন কর্মক্ষেত্রের তথ্য উন্মোচন করা প্রয়োজন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার, জরবায়ু পরিবর্তন, সামাজিক ব্যয়ের কথা বিবেচনায় নিয়ে অধিকহারে দক্ষ শ্রমিক রপ্তানির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। আঞ্চলিক উন্নয়ন বৈষম্য রংপুর অঞ্চলের জনসাধারণের বৈদেশিক কর্মসংস্থানে পিছিয়ে পড়ার একটি কারণ। আবার, রংপুর অঞ্চলে প্রবাসী সংখ্যা কম হওয়ায় প্রদর্শন প্রভাব অপেক্ষাকৃত দুর্বল। পুল প্রভাবের ভূমিকা সামান্য এবং পুশ প্রভাব প্রায় অনুপস্থিত। নিচে রংপুর অঞ্চলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপায় উল্লেখ করা হলো:

(১) অনেক জেলায় জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয় রয়েছে। তবে বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির শাখা অফিস নাই। যাদের সুনাম রয়েছে এরূপ এজেন্সির জেলাপর্যায়ে শাখা অফিস থাকা প্রয়োজন এবং তাদের কার্যক্রমের সমন্বয় করার জন্য বিভাগীয়পর্যায়ে বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। ফলে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য গমনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সময়, শ্রম এবং যাতায়াত ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাবে এবং জনমনে আস্থা ও বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি পাবে।

(২) মানসম্মত শিক্ষা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের চাকরির জন্য উপজেলা এবং জেলাপর্যায়ে বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক চাকরি মেলা (জব ফেয়ার) আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্য কর্মী বাছাই করে বিদেশে কর্মী প্রেরণের হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

(৩) তথ্য ও যোগাযোগের অবাধ প্রবাহকে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। অনেকের ধারণা বিদেশে যেতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, যা তাদের নেই। কোথায়, কীভাবে, কার মাধ্যমে, কত খরচে, কোন দেশে, কী কী ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান লাভ করা যাবে— সেসব বিষয়ে এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষের কোনো ধারণা নেই। যেসব দেশে বাংলাদেশি শ্রমিকদের চাহিদা রয়েছে, সেসব দেশে বিভিন্ন কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে অভিবাসন ব্যয় কত—তার একটি হালনাগাদ তথ্য জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়ে থাকতে হবে।

(৪) বোয়েসেল যেসব দেশে কর্মী প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে, সেসব দেশের কর্মসংস্থানসংক্রান্ত তথ্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) কর্মী প্রেরণে রিক্রুটিং এজেন্সির অবৈধ হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। ভুঁইফোঁর, অসাধু, দালাল চক্রের দৌরাত্ম্যের কারণে বিদেশ গমনইচ্ছুক কর্মীদের মনে আস্থাহীনতার সৃষ্টি হয়। এই আস্থাহীনতা দূর করার লক্ষ্যে অসাধু ও দালাল চক্রের হাত থেকে কর্মীদের মুক্ত করার জন্য সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।

(৬) বিদেশের প্রতিকূল পরিবেশ ও আবহাওয়ায় টিকে থাকতে না পারা, প্রতারিত হওয়া এবং উপযুক্ত কাজ না পাওয়ার কারণেও কর্মীদের বিদেশ থেকে ফেরত আসতে হয়। বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি না থাকায় দালালদের মাধ্যমে বিদেশে গিয়ে প্রতারিত হয়ে স্বর্বশান্ত হয়ে কোনো কর্মী দেশে ফেরত এলে বিদেশগমন বিষয়ে অন্যদের মধ্যে অনীহার সৃষ্টি হয়। এরূপ প্রতারিত হওয়ার ভয় এবং আস্থাহীনতা নিরসন করা সম্ভব হলে অভিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

(৭) উত্তরাঞ্চলের মানুষ অল্পে তুষ্ট থাকতে অভ্যস্ত। অনেকে কোনোভাবে খেয়েপরে দিন যাপন করতে পারলেই তৃপ্ত থাকেন। এই প্রকৃতির মনমানসিকতা ধারণ করার ফলে তারা নিজ এলাকার বাইরে যাওয়ার মতো ঝুঁকি গ্রহণ করেন না। দিনাজপুরের মানুষ অধিক হরে কৃষিনির্ভর। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অধিক উপার্জন এবং নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের বিষয়ে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর, সংস্থা ও কার্যালয়ের যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং জনগণের সাথে বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি বৈদেশিক নিয়োগ লাভে জনগণকে উৎসাহিত করতে পারে।

(৮) জেলা অফিসগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়োগযোগ্য জনশক্তির চাহিদাসম্পর্কিত তথ্য, সেসব দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়ার ব্যবস্থা, ভিসা প্রাপ্তিসম্পর্কিত তথ্যপ্রাপ্তি সহজতর করা, সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রংপুর অঞ্চলের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর বৈদেশিক নিয়োগের হার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(৯) দালাল এবং প্রতারকদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে দেশে ফেরত এলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কে জনমনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে দালাল ও প্রতারক চক্র যাতে প্রতারণা করতে না পারে এবং প্রতারণা করার কারণে তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা অথবা শাস্তি নিশ্চিত করা যায়—সে জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে।

(১০) স্থানীয়পর্যায়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করা এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করার জন্য স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পৌর চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ

চেয়ারম্যানগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জনসচেতনতা, প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১১) জাতীয় স্বার্থে সরকার কর্তৃক রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে স্বচ্ছতা ও সুশাসনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

৮. উপসংহার

রংপুর বিভাগের মানুষের বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অনগ্রসরতা এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে একটি অন্তরায়। আঞ্চলিক উন্নয়নে অগ্রগতি ও ভারসাম্য অর্জনের জন্য রংপুর বিভাগের কর্মক্ষম জনশক্তির বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। মানসম্মত শিক্ষা ও যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রংপুর অঞ্চলের মানবসম্পদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। অদক্ষ, অর্ধদক্ষ জনশক্তি বিদেশে রপ্তানির পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সম্প্রসারণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য ও যোগাযোগ সেবার অবাধ গতিশীলতার মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন বৈষম্য নিরসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধান, দারিদ্র্য নিরসন, বৈদেশিক লেনদেনের অনুকূল ভারসাম্য স্থায়িত্বশীলকরণ এবং বিভিন্ন উৎপাদন কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বৈদেশিক কর্মসংস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলে উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জন সহজতর হবে। জনশক্তি রপ্তানি বাড়িয়ে বাংলাদেশের জনসম্পদকে উন্নয়নের মূল শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জি

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)। পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, *জেলাভিত্তিক বৈদেশিক কর্মসংস্থান ২০০৫-২০১৮*, ঢাকা: ৮৯/২ কাকরাইল, বাংলাদেশ।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ(probashi.gov.bd)|

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), *পপুলেশন অ্যান্ড হাউজিং সেন্সাস ২০১১*, ঢাকা: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জুন, ২০১২।

Alam, Md. Sarwar. *Prospects of Human Resource Cooperation between Saudi Arabia and Bangladesh.* Bangladesh Embassy Magazine. Riyadh: Embassy of Bangladesh, Saudi Arabia, 2016.

Islam, Dr. Md. Nazrul. *Bangladesh-Saudi Arabia collaberation to up-skilling human resources for achieving "Vision 2030".* Bangladesh Embassy Magazine, Riyadh: Embassy of Bangladesh, Saudi Arabia, 2018.

Siddiqui, Moksud Belal. *Migration and Remittances: Recent Trends and Future Opportunities for Bangladesh.* Paper Presented at the 18th Biennial Conference "Global Economy and Vision 2021" of the Bangladesh Economic Association (BEA) Dhaka, Bangladesh, 2012.

পরিশিষ্ট-১

এক নজরে সকল বিভাগের জেলাওয়ারি বৈদেশিক কর্মসংস্থান

সারণি - ১

বিভাগ	জেলার সংখ্যা	জেলা	বৈদেশিক কর্মসংস্থান (২০০৫-২০১৮)	বিভাগের অংশ (%)	বিভাগ	জেলার সংখ্যা	জেলা	বৈদেশিক কর্মসংস্থান (২০০৫-২০১৮)	বিভাগের অংশ (%)
চট্টগ্রাম	১১	কুমিল্লা	৮৭৩৪৩৮	৩৯.০৪%	সিলেট	৪	সিলেট	১৯৬২৯৬	৭.৫৩%
		চট্টগ্রাম	৬৮০৬৬১				মৌলভীবাজার	১৬০৫১৪	
		ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৪৩৮১২৬				হবিগঞ্জ	১৪৫৩৮৪	
		চাঁদপুর	৩৩২৯৩৬				সুনামগঞ্জ	১০৯১২০	
		নোয়াখালী	৩১৮৩২১				মোট =	৬১১৩১৪	
		ফেনী	২১২৫২৪		রাজশাহী	৮	বগুড়া	১০৮২৬৩	৬.১৬%
		লক্ষীপুর	১৯৯৭৩২				পাবনা	৯৪০২৭	
		কক্সবাজার	৯৮৮২৬				চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৭৬৭৬৪	
		খাগড়াছড়ি	৭৮০৮				নওগাঁ	৬৩৩৫৪	
		রাঙ্গামাটি	৪৪৮১				সিরাজগঞ্জ	৫৮০৯৮	
		বান্দরবান	৩৭৫৮				রাজশাহী	৩৯৩২৪	
		মোট =	৩১৭০৬১১				নাটোর	৩৮৬১৭	
ঢাকা	১৩	টাঙ্গাইল	৪০১২৯২	৩০.৯৯%			জয়পুরহাট	২১৪০৮	
		ঢাকা	৩৬৯২০৭				মোট =	৪৯৯৮৫৫	
		মুন্সিগঞ্জ	২৩৭৪০৬		বরিশাল	৬	বরিশাল	১১৪৪১৫	৪.১৪%
		নরসিংদী	২৩১৯৩৭				ভোলা	৭৪৬২১	
		নারায়ণগঞ্জ	২০৩১০৪				পিরোজপুর	৪৮২৬৬	
		কিশোরগঞ্জ	২০২৬৯৩				বরগুনা	৩৫৩০৫	
		গাজীপুর	১৮৬৯৭৫				পটুয়াখালী	৩৩৬৩৩	
		ফরিদপুর	১৭৬৭৩০				ঝালকাঠি	২৯৯৮৭	
		মানিকগঞ্জ	১৭৩০২৩				মোট =	৩৩৬২২৭	
		মাদারীপুর	১১২৯৫৪		ময়মনসিংহ	৪	ময়মনসিংহ	১৭৮৪৭৩	৩.৭৬%
		শরীয়তপুর	১০৮৩৪০				জামালপুর	৭১৬১৮	
		রাজবাড়ী	৬৩৬৭১				নেত্রকোণা	৩৭৯৩৭	
		গোপালগঞ্জ	৪৯৪৬৩				শেরপুর	১৭২৬০	
		মোট =	২৫১৬৭৯৫				মোট =	৩০৫২৮৮	
খুলনা	১০	যশোর	৯৬৭২৭	৬.৬৪%	রংপুর	৮	গাইবান্ধা	৩৫৫৭১	১.৭৪%
		কুষ্টিয়া	৮৬৩৫৭				রংপুর	২৮২৩৯	
		ঝিনাইদহ	৭৬৭৯৭				দিনাজপুর	২২০৫১	
		মেহেরপুর	৫৮৬৪২				কুড়িগ্রাম	১৮৬৭৭	
		চুয়াডাঙ্গা	৪০২৪২				নীলফামারী	১৩৯৫৫	
		মাগুরা	৩৭৫৭২				ঠাকুরগাঁও	১১৪৩৮	
		সাতক্ষীরা	৩৭২৮১				লালমনিরহাট	৬৬১৩	
		বাগেরহাট	৩৭২৭৯				পঞ্চগড়	৪৯৩১	
		খুলনা	৩৬০১৪				মোট =	১৪১৪৭৫	
		নড়াইল	৩২৪২০				সর্বমোট-	৮১২০৮৯৬	১০০.০০%
		মোট =	৫৩৯৩৩১						

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা, বাংলাদেশ।

(http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/viewStatReport.action?reportnumber=30,
http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/viewStatReport.action?reportnumber=25, accessed on 10/11/2019)